16

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

কারিগরি শিক্ষা

শিক্ষা উপদেষ্টা মোহাম্মদ শামসুল হক দেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। জনাব হক কুমিল্লায় একটি বেসরকারী কলেজের ভিত্তি স্থাপনকালে আরো বলেন যে, দেশে শিক্ষার হার এখনও আশানুরূপ নয়। বিত্তবানেরা আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে এলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হতে পারে।

আমরা অধ্যাপক হকের এ মন্তব্য আর আহ্বানকে খুবই তাৎপর্যবহ মনে করি। একটি দরিদ্র এবং জনবহুল দেশে শিক্ষার সকল চাহিদা এককভাবে সরকারের দ্বারা মেটানো সম্ভব নয়। আশার কথা কিছু সংখ্যক কল্যাণকামী মানুষ এ ঘাটতি পূরণে এগিয়ে আসছেন। তবে কারিগরি শিক্ষার দিকটি এ বিবেচনায় এখনও পিছিয়ে আছে। জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিতেই হবে।

বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে নতুন ভাগ্য নির্মাণের প্রচেষ্টারত। এই প্রচেষ্টার সাফল্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে আছে। সীমাবদ্ধ সম্পদ আর সুযোগ অবলম্বন করে উৎপাদন বৃদ্ধির একমাত্র পথ হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের উপর। কারিগরি এবং বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ছাড়া যা কিছুতেই আয়ত্তে আসার নয়। সাধারণ শিক্ষার বিস্তার দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে পটভূমি তৈরি হবে তাকে প্রয়োগযোগ্য করে তুলতে হলেও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

জন ও যুব শক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যর্থতা তথা বেকারত্ব আমাদের আর্থিক পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ। যুব সম্প্রদায়কে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হলে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার পথ সহজ হবে। বেকারত্ব হ্রাস পাবে। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত জনশক্তি কারিগরি শিক্ষার অধিকারী হলে তাদের পক্ষে বিদেশে লাভজনক কর্মসংস্থানও বাধা থাকবে না। সব বিবেচনাতেই তাই কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়া জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় আজ পরিবর্তনের যে সূচনা ঘটেছে তাকে জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক করে তুলতে হলে আমাদের যেমন শিক্ষার হার বাড়ানোর প্রতি জোর দিতে হবে তেমনি শিক্ষাকে প্রয়োগমুখীও করে তুলতে হবে। আমরা তাই শিক্ষানুরাগী এবং কল্যাণকামী সকল মানুষের মনোযোগ এ দিকটির প্রতি আহ্বান করি। সকলের মিলিত চেষ্টায়ই কেবল শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি দূর করা সম্ভব হতে পারে।